চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ৯ জানুয়ারি ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

৩৯তম বর্ষ ৩১৭তম সংখ্যা।। ২৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।। ৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি।। Thursday 9 January 2025

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

নগর আদালত ভবনে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন

বিচারকাজ দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ

আদালত প্রতিবেদক ■

মামলা তদন্ত ও বিচারাধীন মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান। গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলনে তিনি এই নির্দেশনা দেন। সম্মেলনের শুরুতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি তাঁর অধস্তন বিচারক ও থানার ওসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মামলা সংশ্লিষ্ট তদন্ত ও বিচারকাজ দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ দেন। আদালত থেকে পাঠানো সমন ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এক মাসের মধ্যে জারি করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ওসিদের নির্দেশনা দেন। এছাড়া তদন্তকারি কর্মকর্তাসহ পুলিশের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখে যথাসময়ে আদালতে হাজির থেকে সাক্ষ্য প্রদানের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী সম্প্রতি মহানগর পিপির দপ্তরের সামনের বারান্দা থেকে কেস ডকেট চুরি হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে আদালত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার ডিএনএ রিপোর্ট দ্রুত সময়ে পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হোসেন তদন্তে ভুলত্রুটি পরিহার করে সচেতনতার সঙ্গে তদন্ত করার ওপর গুরত্বারোপ করেন। মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার

● ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৪র্থ ক.

চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ৯ জানুয়ারি ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

৩৯তম বর্ষ ৩১৭তম সংখ্যা।। ২৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।। ৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি।। Thursday 9 January 2025

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

বিচারকাজ দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ

● ৮ম পৃষ্ঠার পর

(প্রসিকিউশন) হুমায়ুন কবির পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন নিয়মিত আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিশেষ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) তাহমিনা আফরোজ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মনীষা মহাজন, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু বকর সিদ্দিক, কাজী শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া, পিবিআই মেট্রো পুলিশ সুপার নাইমা সুলতানা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহাবুবুল হক, অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মফিজ উদ্দিন ও কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

বৃহস্পতিবার | ৯ জানুয়ারি ২০২৫ | www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬৫তম বর্ষ ১২৫ সংখ্যা | ২৫ পৌষ ১৪৩১ সাল | ৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি | ৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে সিএমএম

তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে

আজাদী প্রতিবেদন

তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন চট্টগ্রামের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান। গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনুষ্ঠিত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে দেওয়া সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশ দেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, বিচারাধীন মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। থানার অফিসার ইনচার্জদের পেন্ডিং প্রসেসসমূহ ১ মাসের মধ্যে জারী করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

কনফারেন্সে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম আদালতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছেন। মহানগর পিপি মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া তার অফিসের সামনের বারান্দা থেকে সাম্প্রতিক চুরি হয়ে যাওয়া মামলার সিডি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কনফারেন্সে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) তাহমিনা আফরোজ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মনীষা মহাজন, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, কাজী শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

আরো উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ পুলিশ সুপার (পিবিআই-মেট্রো) নাঈমা সুলতানা, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) হুমায়ন কবির, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহাবুবুল হক, ফরেনসিক মেডিসিনের চিকিৎসক ডা. খালেদ হাসান, টুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার হাসান ইকবাল চৌধুরী, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি-উত্তর) শ্রীমা চাকমা, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক (দক্ষিণ) মো. রবিউল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডিসি-দক্ষিণ) মো. মাহামুদুল হাসান মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) সাইকুল আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) মো. মফিজ উদ্দিন ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য অংশীজন।

কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডা. জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হোসেন তদন্তকার্যে আরো সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার ডিএনএ রিপোর্ট সঠিক সময়ে পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবির পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স নিয়মিত আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে এমন কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে দ্রুত ও মানসম্মত তদন্তকাজ সম্ভব মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

(https://www.banglanews24.com)

মাদক মামলা কমেছে, বেড়েছে নিষ্পত্তির হার

মিনহাজুল ইসলাম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম | আপডেট: ১০:১০, জানুয়ারি ৮, ২০২৫

...

চট্টগ্রাম: মাদকে সয়লাব হয়ে গেছে চট্টগ্রাম। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে এলাকাভিত্তিক গড়ে উঠেছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। মাদকদ্রব্য উদ্ধারে এখনও খুব বেশি তৎপর নয় সংশ্লিষ্টরা।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে মাদক উদ্ধারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালনকারী সংস্থা পুলিশ কয়েকদিন একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল। পরবর্তীতে কাজে যোগ দিলে আগের মতো অভিযান পরিচালনা করছে না সংস্থাটি। এ কারণে মাদক উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি মামলার সংখ্যাও কমেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভূ-আঞ্চলিক কারণে মাদকের উৎপত্তির নিকটস্থ ত্রিভূজের সীমানায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার অবস্থান। একারণে এসব জেলার সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে। কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলো থেকে আগে চট্টগ্রামে প্রবেশের আগে তল্লাশির মুখে পড়তে হতো। একাধিক চেকপোস্টে যানবাহন থামিয়ে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের তল্লাশি করা হতো। এসব অভিযান থেকে উদ্ধার হতো মাদক। একইসঙ্গে এসব ঘটনায় মামলা হতো থানায়।

বিশেষায়িত সংস্থা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি) ও কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মাদক নিয়ে কাজ করেন। এসব বাহিনী ও সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদক ব্যবসা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেকটা বিনা বাধায় ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে মাদক কারবারিরা। এক্ষেত্রে তাদের অবৈধ ব্যবসায় সহযোগিতা করছে অসাধু রাজনৈতিক নেতারা।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে মোট মাদকের মামলা ছিল ১০ হাজার ৬২৬টি। ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ২৮৫টি। ২০২১ সালে বিচারাধীন ছিল ১০ হাজার ৩৪৩টি মামলা, ২০২২ সালে ১০ হাজার ৫৫১টি। ২০২১ সালে মাদকের মামলা নিষ্পত্তি হয় ২৮৩টি, ২০২২ সালে ৬৬৭টি। ২০২১ সালে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মাদকের মামলা হয়েছিল ২ হাজার ৬৪৪টি। ২০২২ সালে মামলার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ৭৬৯টি। ২০২৩ সালে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মাদকের মামলা হয়েছিল ১ হাজার ৭৪০টি, ২০২২ সালে ১ হাজার ৭১১টি।

জানা গেছে, মাদক আইনের মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য ডিসি, এসপি, ওসি ও আইওকে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা থাকলে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার পাশাপাশি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তাকেও সাক্ষী আনাসহ মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ত্রুটিপূর্ণ এজাহার ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী উপস্থাপনে ব্যর্থতায় মাদক মামলার আসামিরা খালাস পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া মামলার বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তা একই ব্যক্তি হওয়া, আইনের বিধান অনুযায়ী জব্দ তালিকা তৈরি না করা, জব্দ তালিকার সাক্ষীদের সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যে অমিল, বাদী ও অভিযানকারী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অমিল, আদালতে সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতা এবং অনেক ক্ষেত্রে মামলার বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তা সাক্ষ্য দিতে আসেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইনজীবীরা জানিয়েছেন, মাদক মামলা নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সাক্ষী। কিন্তু অনেক সাক্ষীই আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে নারাজ। সমন জারির পরও সাক্ষী হাজির হয় না। অনেক মামলার সাধারণ সাক্ষীও খুঁজে পাওয়া যায় না। মামলার আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় অনেকে সাক্ষ্য দিতে ভয় পায়। তাই সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অবসরে গেলে সাক্ষী সঠিক সময়ে হাজির হয় না। কেউ বদলি হয়ে গেলে অন্য জেলা থেকে এসে সাক্ষ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর ৪৪ ধারায় মাদকের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনাল স্থাপননের কথা বলা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল গঠন না হওয়া পর্যন্ত সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশ্লিষ্ট জেলা জজ বা দায়রা জজকে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন বলেও আইনে বলা হয়েছে।

এই আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী, মাদকদ্রব্যসহ আসামি ধরা পড়লে আদালতে সোপর্দ করার ৩০ কর্ম দিবসের মধ্যে এবং আসামি ধরা না পড়লে ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। তদন্ত কর্মকর্তা এতে ব্যর্থ হলে কারণ উল্লেখ করে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেবেন। এজন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এবং আদালতে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী প্রতিবেদন দিতে হবে। এরপর যদি নতুন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, তাকে আসামিসহ মামলা ১৫দিন এবং আসামিহীন মামলা ৩০দিনে তদন্ত শেষ করতে হবে। নতুন আইনের ৫১ ধারা অনুযায়ী, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা পাওয়ার ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং এর অনুলিপি সরকারকে পাঠাতে হবে। একইভাবে আরও ১৫দিন সময় বাড়াতে পারবেন ট্রাইব্যুনাল।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) রিয়াদ উদ্দীন বাংলানিউজকে বলেন, আগের চেয়ে মাদক মামলা নিষ্পত্তির হার অনেক বেড়েছে। মাদকের মামলার অধিকাংশই সাক্ষীর জন্য নিষ্পত্তি হচ্ছে না। সাক্ষী হাজিরের জন্য সমন দিলেও আদালতে উপস্থিত হয় না। অথচ আদালতে সাক্ষী এলে ফেরত পাঠানো হয় না। বর্তমানে মাদক মামলায় দ্রুত সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি ও পুলিশ সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক মো. সাখাওয়াত হোসেন বাংলানিউজকে বলেন, বিচার প্রক্রিয়ায় ধীরগতিতে এসব মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না। আদালতে মামলা জট বাড়ছে। বছরের পর বছর ঝুলে থাকায় অনেক আসামি জামিনে মুক্ত হয়ে ফের মাদক কারবারে জড়িয়ে পড়ছে। মাদকের পরিমাণ ও মূল্যের দিকেই শুধু গুরুত্ব না দিয়ে ছোট-বড় সব মাদক মামলায় গুরুত্ব দিতে হবে। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) চট্টগ্রাম মহানগর এর সাধারণ সম্পাদক ও সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী বাংলানিউজকে বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সরকার, সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদদের দেশ ও সমাজের স্বার্থে একই প্লাটফর্মে থেকে কাজ করতে হবে। মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা করতে হবে মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, গীর্জার ফাদারদের মাধ্যমে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

বাংলাদেশ সময়: ১০০০ ঘণ্টা, জানুয়ারি ০৮, ২০২৫
এমআই/টিসি

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু

ফোন: +৮৮০ ২ ৮৪৩ ২১৮১, +৮৮০ ২ ৮৪৩ ২১৮২ আই.পি. ফোন: +৮৮০ ৯৬১ ২১২ ৩১৩১ নিউজ রুম মোবাইল: +৮৮০ ১৭২ ৯০৭ ৬৯৯৬, +৮৮০ ১৭২ ৯০৭ ৬৯৯৯ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৮৪৩ ২৩৪৬

ইমেইল: news@banglanews24.com (mailto:news@banglanews24.com) সম্পাদক ইমেইল: editor@banglanews24.com (mailto:editor@banglanews24.com)

Marketing Department: +880 961 212 3131 Extension: 3039 E-mail: marketing@banglanews24.com (mailto:marketing@banglanews24.com)

কপিরাইট © 2006-2025 banglanews24.com | একটি ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের (ইডব্লিউএমজিএল) প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে

স্টাফ রিপোর্টার ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ৯:৪৮ অপরাহ্ন

চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।বুধবার (৮ জানুয়ারি) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন—অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) তাহমিনা আফরোজ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মনীষা মহাজন, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, কাজী শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

এছাড়া বিশেষ পুলিশ সুপার (পিবিআই-মেট্রো) নাঈমা সুলতানা, উপ-পুলিশ কমিশিনার (প্রসিকিউশন) হুমায়ন কবির, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহাবুবুল হক, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, টুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার হাসান ইকবাল চৌধুরী, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি-উত্তর) শ্রীমা চাকমা, অতি. উপ-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক (দক্ষিণ) মো. রবিউল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডিসি-দক্ষিণ) মো. মাহামুদুল হাসান মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) সাইকুল আহমেদ, অতি. পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) মোঃ মফিজ উদ্দিন, অতি. পুলিশ কমিশনার কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

কনফারেন্সে আরও উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী এবং মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূইয়া।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও থানার অফিসার ইনচার্জসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইনচার্জদের পেন্ডিং প্রসেসসমূহ ১ মাসের মধ্যে জারী করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাক্তার জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট নাজিম উদ্দিন চৌধুরী আদালতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। মহানগর পিপি এডভোকেট মো. মফিজুল হক ভূইয়া সাম্প্রতিক চুরি হয়ে যাওয়া মামলার সিডি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হোসেন তদন্তকার্যে আরো সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহারিয়ার ডিএনএ রিপোর্ট সঠিক সময়ে পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবির পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স নিয়মিত আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে এমন কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে দ্রুত ও মানসম্মত তদন্তকাজ সম্ভব মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমাপনী বক্তব্যে মাধ্যমে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মন্তব্য নেওয়া বন্ধ।

ফেসবুক টুইটার ইউটিউব

© 2025 - The Daily Chattogram Khobor. All Rights Reserved.

Website powered by: DigitB.com

মর্নিং নিউজ
www.themorningnews24.com

ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে

চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদক - জানুয়ারি ৯, ২০২৫

চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে গতকাল পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) তাহমিনা আফরোজ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মনীষা মহাজন, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ আলমগীর হোসেন, কাজী শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

তাছাড়া বিশেষ পুলিশ সুপার (পিবিআই-মেট্রো) নাঈমা সুলতানা, উপ-পুলিশ কমিশিনার (প্রসিকিউশন) হুমায়ন কবির, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহাবুবুল হক, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, টুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার হাসান ইকবাল চৌধুরী, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি-উত্তর) শ্রীমা চাকমা, অতিঃ উপ-পুলিশ

কমিশনার ট্রাফিক (দক্ষিণ) মোঃ রবিউল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডিসি-দক্ষিণ) মোঃ মাহামুদুল হাসান মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) সাইকুল আহমেদ, অতিঃ পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) মোঃ মফিজ উদ্দিন, অতিঃ পুলিশ কমিশনার কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী এবং মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও থানার অফিসার ইনচার্জসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইনচার্জদের পেন্ডিং প্রসেসসমূহ ১ মাসের মধ্যে জারী করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাক্তার জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট নাজিম উদ্দিন চৌধুরী আদালতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। মহানগর পিপি এডভোকেট মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া সাম্প্রতিক চুরি হয়ে যাওয়া মামলার সিডি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আলমগীর হোসেন তদন্তকার্যে আরো সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহারিয়ার ডিএনএ রিপোর্ট সঠিক সময়ে পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবির পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স নিয়মিত আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে এমন কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে দ্রুত ও মানসম্মত তদন্তকাজ সম্ভব মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমাপনী বক্তব্যে মাধ্যমে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।